দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 8 DEC ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সেমিস্টার ও গ্রেডিং পদ্ধতি

খাপ খাওয়াতে পারছেন না ঢাবি'র অধিকাংশ শিক্ষক

কাউকে দিচ্ছেন নির্দিষ্ট নম্বরের অধিক আবার কাউকে করছেন অকৃতকার্য

☐ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক সেমিস্টার ও গ্রেডিং পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছেন না। নতুন এ পদ্ধতির ফলে নির্দিষ্ট সময়ে কোর্সের সকল ক্লাস শেষ করা ও পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাদের। এক সমীক্ষণে দেখা গেছে বিভিন্ন কনসাল্টেন্সিতে এবং প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক সময় দেয়ার ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শতাধিক শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রমে অনুপস্থিত রয়েছেন। যার কারণে এ সমস্যা দিনে দিনে বেড়েই চলছে। এছাড়া গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল নিরূপণের নিয়ম চালু হলেও অনেক শিক্ষক এখনও ডিভিশন পদ্ধতিতে হিসাব করছেন। কাউকে দিচ্ছেন নির্দিষ্ট নম্বরের অধিক নম্বর। আবার কাউকে করছেন অকৃতকার্য। শিক্ষকদের এমন ভুল ও সেমিস্টার পদ্ধতির জটিল নিয়ম-কানুনের মারপ্যাচে ইয়ার লস এবং ঝরে পড়ার হার বেড়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। তবে এর জন্য প্রশাসনের দুর্বলতা ও শিক্ষকদের অসচেতনতাকেই দায়ী করেছেন বিশ্লেষকরা। জানা যায়, যুগের চাহিদা ও উন্নত বিশ্বের শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে মিল রেখে ২০০৬/২০০৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদে বার্ষিক পদ্ধতি (ট্রেডিশনাল এনিউয়াল) ও ডিভিশন (নিউম্যারিকাল গ্রেড) পরিবর্তে সেমিস্টার ও লেটার গ্রেড পদ্ধতি চালু করা হয়।

নতুন এ পদ্ধতিতে চার বছরের অনার্স কোর্সকে আটটি সেমিস্টারে বিভক্ত করা হয়। প্রতি সেমিস্টারে ১৫ সপ্তাহ ক্লাস শেষে পরীক্ষা নেয়া ও ৩ সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ করার বিধান রয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান, কলা, আইন ও চারুকলা অনুষদসহ বিভিন্ন বিভাগের একাডেমিক কার্যক্রমে সেমিস্টার পদ্ধতির বিধিবিধান ন্যূনতম বাস্তবায়ন হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। শিক্ষকরা ক্লাস না নিয়ে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও

পৃঃ ৫ কঃ ২

খাপ খাওয়াতে পারছেন না

১৬-এর পৃষ্ঠার পর

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কনসালটেন্সি করে বেড়ান। শিক্ষকদের হাতে ইনকোর্স ৫০ নম্বর থাকায় এর প্রতিবাদও করতে পারছেন না শিক্ষার্থীরা। তিন সপ্তাহের ফলাফল প্রকাশ করা হয় না ছয় মাস এক বছরেও।

এছাড়া গ্রেডিং পদ্ধতিতে ফলাফল প্রকাশ করার বিধান থাকলেও শিক্ষকদের অনেকেই আজও ডিভিশন পদ্ধতিতে সমীকরণ করছেন। আবার অনেকে ফলাফল গণনায় ভুল করে ফোর ক্রেডিট কোর্সের অধিক নম্বর নিরূপণ করছেন।

খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ২০১০-২০১১ শিক্ষাবর্ষ থেকে আইন বিভাগে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু হয়। কিন্তু ওই ব্যাচের ফলাফল প্রকাশ করা হয় ডিভিশন পদ্ধতিতে। যার ফলে ২০ শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়। এছাড়া যারা কৃতকার্য হয় তাদের ফলাফলও ৩'র নিচে আসে। এরপর অকৃতকার্য ওই শিক্ষার্থীরা ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের দাবি জানালে শিক্ষকরা তাদের নানা হুমকি দেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। অবশেষে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে চাইলেও নানা প্রতিকূলতা, শিক্ষক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যানের অসহযোগিতার মুখোমুখি হন শিক্ষার্থীরা। ছাত্রছাত্রীদের লাগাতার মিনতির পর প্রতিটি কোর্সের জন্য ১৩ হাজার টাকা জরিমানা সাপেক্ষে সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে যেসব শিক্ষার্থী দুই থেকে তিনটি কোর্সে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের গুনতে হয়েছে ১৮ থেকে ২২ হাজার টাকা। তবে যারা টাকার জোগান দিতে পারেননি তাদের জীবন থেকে এক বছর লস দিতে হয়েছে।

অনেকে হারিয়ে ফেলেছেন পড়ালেখার উদ্যমতা। এদের একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসীন হলের এক ছাত্র জানান, বড়ই দুর্ভাগ্য জীবন থেকে একটি বছর চলে গেছে। হতাশার বিষয় হচ্ছে নিজের সমবয়সীদের ছেড়ে জুনিয়রদের সঙ্গে পড়াশুনায় প্রাণ পাওয়া যায় না। সব সময় একটা অস্বস্তি অনুভব হয়।

এছাড়া সম্প্রতি সংস্কৃত বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ৫ম সেমিস্টারের ফলাফলেও বড় ধরনের হেরফের লক্ষ্য করা যায়। ওই সেমিস্টারের ফলাফলে ফোর ক্রেডিট কোর্সের মধ্যে তথা আউট অব ফোরের মধ্যে ৪.৫২ আবার কেউ কেউ ৪.০৯ পেয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। ফলাফল বিভাগের নোটিশ বোর্ডে সাঁটানোর সময় শিক্ষার্থীরা এটি নিয়ে কানাঘুষা শুরু করেন। এরপর ওই ফলাফল বাতিল করা হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, এখন পর্যন্ত নতুন ফলাফল প্রকাশ করতে পারেননি পরীক্ষা কমিটি।

একই অভিযোগ পাওয়া গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্স ১ম সেমিস্টারের ফলাফলে। ওই ফলাফলেও দেখা যায় কোন কোন শিক্ষার্থী গ্রেড ৪ পয়েন্টের মধ্যে ৪.২৫ পেয়েছেন। শিক্ষার্থীদের আপত্তির তোপে ওই বিভাগের ফলাফলও বাতিল করা হয়। এভাবে ভুল পরবর্তী সংশোধিত ফলাফল পেতে অনেক সময় নষ্ট করেন শিক্ষকরা। যার কারণে প্রকাশিত ফলাফলে কেউ অকৃতকার্য হলেও পরবর্তী সেমিস্টারের সঙ্গে মান উন্নয়ন পরীক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। দিতে হয় এক বছর লস। কারোর আবার ছাত্রজীবন।

এ বিষয়ে সাবেক প্রো-ভিসি প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, প্রয়োজনীয় ক্লাস না নেয়া ও ফলাফলে ভুল থাকার পেছনে দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি হচ্ছে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সচেতনতার অভাব। অন্যটি হচ্ছে শিক্ষক সংকট। পর্যাপ্ত শিক্ষক না থাকায় একজন ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব ও গরমিল দেখা যায়। আবার নিজ বিশ্ববিদ্যালয় রেখে অনেক শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিক ঠিক সময় দিচ্ছেন। এর কারণ ওই সব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তির ব্যবস্থা না থাকা।

তিনি বলেন, সাধারণভাবে শিক্ষকরা নৈতিকতা দ্বারা পরিচালিত হবেন। কিন্তু এরপরও একটি সুনির্দিষ্ট ম্যাকানিজম প্রয়োজন। যেগুলো দ্বারা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। দুঃখের বিষয় বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে তেমন কোন ম্যাকানিজমের প্রয়োগ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শতাধিক শিক্ষক শিক্ষা কার্যক্রমে অনুপস্থিত :

সম্প্রতি এক সমীক্ষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ শতাধিক শিক্ষক বর্তমানে শিক্ষা কার্যক্রমে অনুপস্থিত রয়েছেন। এরা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ও বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটি নিয়ে বিদেশে অবস্থান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট শিক্ষক রয়েছেন ১৬০০। এদের মধ্যে ৬ শতাধিক শিক্ষক একাডেমিক কর্মকাণ্ডে বিমুখ হয়ে পড়েছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩-এর অধ্যাদেশে শিক্ষকদের পার্টটাইম জব ও কনসালটেন্সির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। তবে সপ্তাহে ৬ ঘণ্টা কনসালটেন্সি করার বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট অনুমোদন করেছে। কিন্তু শিক্ষকরা সেই নীতির তোয়াক্কা না করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন কাজে জড়িয়ে পড়ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের নৈতিকতায় অটল থাকবেন, এই কথা চিন্তা করে এ ব্যাপারে কোন নীতিমালা তৈরি করা হয়নি। বর্তমানে কনসালটেন্সি ও পার্টটাইম জবের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার শিক্ষার্থী তাদের শিক্ষা ও মূল্যবান সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নতুন বেতন স্কেলও শিক্ষকদের এ প্রবণতা থেকে ফেরাতে পারেনি।

এদিকে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেসব শিক্ষক পার্টটাইম জব ও কনসালটেন্সি করতে যান তারা বেশিরভাগই বিভাগের জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান শিক্ষক। এসব শিক্ষক অন্যত্র চলে যাওয়ায় বিভাগে শূন্যতা তৈরি হয়। ভেঙে পড়ে শিক্ষা কার্যক্রম।